ছোট গল্প : ছায়া মৃত্যু

সঞ্চারিণী

বাসায় ফিরেই জানালাটির কাছে এসে দাঁড়ালো ঈমা । মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডের মিণার মসজিদের কাছে এ ভাড়া বাসাটিতে তারা যেদিন এল; ঈমার জানালাতে ঝুলানো হ'লো ভারী পর্দা । বাইরে থেকে তার ঘরের কিছুই দেখা যায়না কিন্তু ইচ্ছে করলেই তার ঘরের ভেতর থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখা যায় । এ বাসায় আসার প্রথম থেকেই পাশের বাড়ীর দক্ষিণের ঐ জানালাটিকে ঘিরে ঈমার ঔৎসুক্য ।

পাশাপাশি দু'টো বিল্ডিং । দু'টো বিল্ডিং এর-ই প্রবেশদ্বার পূর্বমুখী । আর এ দু'টো বিল্ডিং এর মাঝখানের সরু রাস্তাটি এ অঞ্চলটিকে একটি সরু গলিতে পরিণত করেছে। ঈমার ঘরটি তিন তলায় । তার দক্ষিণের জানালার মুখোমুখি ও বাড়ীর জানালাটির পর্দা তেমন ভারী নয়; তাই অনায়াসেই ঈমার ঘর থেকে ও বাড়ীর ও ঘরের জানালা দিয়ে মানুষগুলোকে ছায়া-ছায়া দেখা যায় । যতটা সময় বাসায় থাকে ঈমা তার ওই জানালার দিকে মুখ করে রাখা পড়ার টেবিলের সাথেকার চেয়ারটিতে বসে থাকে । রাতের অনেকটা সময় ই ঈমা তার ঘর অন্ধকার করে ও বাড়ীর জানালার পর্দায় চোখ রাখে । এ'ভাবে দিনে-দিনে ঈমার স্মৃতিতে সঞ্চয় হ'লো ও বাড়ীর কিছু ছায়াচিত্র আর কিছু ছায়া-চরিত্র ।

একটি ছায়া-যুগল আর তা'দের একটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলেকে ও ঘরটিতে প্রায়ই দেখা যায় । ছায়া-ছায়া নড়া-চড়া দেখেই বুঝা যায় ও বাড়ীর গৃহিণীর বয়স খুব একটা বেশী না । তবে মেয়েটির চলার গতিতে কেমন যেন ক্লান্তি আর অবসন্নতা । ছেলেটি তার মায়ের কাছে খুব কম ই থাকে । একটা কাজের বুয়াকেও মাঝে-মাঝে ওই ঘরটিতে ঢুকতে দেখা যায়। রাতে ঘুমানোর সময় ছোট্ট ছেলেটিকে নিতে আসে বুয়া । ছেলেটি তার মায়ের কাছে ঘুমুতে চেয়ে কাঁদে কিন্তু ছেলেটিকে জোড় করে টেনে নিয়ে যায় বুয়া । কাঁদতে-কাঁদতে পাশের কোন ঘরে বুয়ার সাথে চলে যায় ছেলেটি ।

প্রায় রাতেই ওই দম্পতিকে দেখা যায় ঝগড়া করতে । মহিলাটিকে পুরুষ গৃহকর্ত্তাটি প্রায় রাতেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বিছানায় । কখনওবা দেখা যায় ঠাস্-ঠাস্ করে গালে চড় কষছে; আর মহিলাটি উচ্চস্বরে কথা বলছে । তর্ক করার সময় মহিলাটির খোঁপা খুলে গিয়ে তার লম্বা ঘন চুল নিজের মুখটাকে বার বার ঢেকে দেয় । খুব খারাপ লাগে ঈমার! জানতে ইচ্ছে করে মহিলাটির নাম । ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটির নাম । স্বামিটি তার স্ত্রীকে কেন প্রহার করে তার কারন । কেনইবা ওই ছোট্ট ছেলেটিকে তার বাবা-মায়ের সাথে ঘুমুতে দেয়া হয়না । কাজের বুয়া ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে কোন ঘরে যায়? সে কি একাই এক ঘরে

ঘুমায়? না কি ঐ কাজের বুয়াটির সাথে ঘুমায়? এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে ঈমা। পরদিন খুব সকালে উঠে চলে যায় ইউনিভার্সিটির বাস ধরতে।

আজ নাসিম কোন টি-শার্ট টি পড়েছে? নাসিম আজ ওকে দেখে কি করবে? আজ ও কি নাসিম বাস ভরতি মানুষের ভীড়ের মাঝেও অপলক চোখে চেয়ে থাকবে তার দিকে? ঈমার ভাবনার জগতে এমন কল্পনা ভাজতে-ভাজতে ঠিক সময়ে চলে আসে মোহাম্মদপুর রোডে যাতায়াতকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস 'আনন্দ '।

বিকেলে বাসায় ফিরে গোসল সেরে ভাত খেতে গিয়ে গলায় টেংরা মাছের কাঁটা বিঁধলো ঈমার। কয়েক নলা সাদা ভাত গিলেও কাঁটাটি সরানো গেলনা। বার কয়েক আঙুল দিয়ে খোঁচা-খুঁচি করলো ঈমা। উহু তা ও বেরুচ্ছেনা কাঁটাটা। এবার বাথরুমের আয়নায় 'হা' করে ঈমা দেখলো কাঁটাটি তার বাম পাশের টনসিলে আটকে আছে। টিউব লাইটের আলোতে গলায় বেঁধা কাঁটা টা চিক্-চিক্ করে উঠলো। কেন যেন ঈমার মনে হ'লো ওর গলায় একটি ধারালো ছুরি আটকে আছে। চিন্তাটা মাথায় আসতেই নিজেই ভয়ে শিউড়ে উঠলো। দ্রুত বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঈমা তার ভাবীর রুমের দিকে পা বাড়ালো।

ঈমার ভাবী নীদা তখনো বাসায় ফেরেনি। একটা প্রাইভেট এডভার্টাইজিং ফার্মে চাকরি করে নীদা। তার শৈশব কেটেছে পাকিস্তানের লাহোরে। বেশ আধুনিক আর অতিমাত্রায় পরিপাটি স্বভাবের অহংকারী নীদা-র সাথে কথা বলতে ঠিক স্বস্তি বোধ করেনা ঈমা। নীদা ও পারত:পক্ষে ঈমাকে এড়িয়েই চলে। দু'একটা টুক্-টাক্ কথা ছাড়া তাদের মধ্যে তেমন কথা ও হয়না।

ঈমার বড় ভাইয়া নাশিত বেশ গম্ভীর প্রকৃতির। মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডেই তার অফিস। একটা বিদেশী বায়িং-হাউজে চাকরি করে। চার বছর হয়েছে নীদা আর নাশিতের বিয়ে হয়েছে। তাদের কোন সন্তান হয়নি। তা'দের এই নিঃস্তরঙ্গ জীবনে কিছুটা ছন্দের সংযোজন ঘটাতে ঈমার আগমণ। ঈমাকে উচ্চশিক্ষিতা করার লক্ষ্যে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসে ঈমার বড় ভাই নাশিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-প্রশাসন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ঈমা।

প্রিয় জানালাটির কাছে এসে দাঁড়ায় ঈমা। ও বাড়ীর বউটি এখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ীর কুঁচি ঠিক করছে। লম্বা চুলগুলো তার বার-বার দুলছে। চুলের পেছনে ক্লীপ দিয়ে ফুলের মালার দু'টি লর ঝুলিয়ে দিলো মহিলাটি। ঈমা ভাবছে, কোন ফুলের মালা? রঙটাতো সাদা ই মনে হচ্ছে। আকারে খুব বড় ও নয় ফুলগুলো। জুঁই ফুল? না কি বকুল? কি জানি ! ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা বউটিকে এখন নিশ্চই খুব সুন্দর

লাগছে ! ওর বর বাড়ী ফিরে নিশ্চই আজ তাকে খুব সোহাগ করবে ! ছায়া-ছায়া দৃশ্য থেকে ঈমা বুঝে নেবে তা'দের সোহাগের কারুকাজ ।

ঘড়ির দিকে তাকালো ঈমা । রাত পৌণে আট টা । আরেকটু পরেই ভাবী বাসায় ফিরবে । বড় ভাইয়া নাশিত প্রায় রাতেই বেশ দেরী করে বাসায় ফিরে । অফিসে ওভারটাইম, বাইয়ারদের সাথে কন্ট্রাক্ট আর অর্ডার নেয়া নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি করে বাসায় ফিরতে-ফিরতে নাশিত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে । সমস্ত বাড়ীতে একা ঈমা কিছুক্ষন এ ঘর ও ঘর ঘুরাঘুরি শেষে নিজের ঘরে ফিরে এলো আবার । টনসিল থেকে মাছের কাঁটাটা বেরিয়েছে বটে কিন্তু তখনো কিন্-কিনে ব্যথাটা রয়েই গেছে । ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল ঈমার । ঈমা আজ আর পড়তে না বসে ঘুমিয়ে গেল অসময়েই ।

রাতে ভাত খেতে ডেকেও ঈমাকে উঠানো গেলোনা । নিশাত নীদাকে ডেকে বল্ল : ' থাক্ । ওকে আর ডেকোনা । খুব ক্লান্ত বোধহয় আজ । ঘুমাক । '

মধ্যরাতের দিকে অস্বাভাবিক শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ঈমার । হাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজলো ঈমা । চোখ মেলে দেখলো ঘরের বাতি জ্বালানোই আছে । ঘরের দরজাও ভেতর থেকে লাগাতে ভুলে গেছে আজ । ঈমা তার আকস্মিক ঘুম ভাঙ্গার কারন খুঁজে পাচ্ছিলনা ।

টয়লেট সেরে বেরিয়ে ঘড়ির দিকে নজর গেল ঈমার । রাত ১২:৪৭ মিনিট এত রাত অব্দী ঈমা কখনো জেগে থাকেনা । ঘুমুতে যাবার আগে ও বাড়ীর বউটিকে সাজ-গোজ করতে দেখেছিলো ঈমা । তাই আর কৌতূহল হ'লো এ মধ্যরাতে ঐ জানালার ওপাশের ছায়া দম্পতিরা কি করে তা দেখার । ১৯ বছরের যুবতী ঈমা তার তারুণ্যের স্বভাবজাত ঔৎসুক্য নিয়ে তার জানালাটির কাছে এসে দাঁড়ালো ।

আবছায়া দৃশ্যে ঈমা দেখলো ও বাড়ীর ছায়া পুরুষটি ঢুলছে । টলো-মলো পায়ে ছায়া মহিলাটিকে কাছে টানতে চাইছে আর মহিলাটি ঘৃণা ভরে বার-বার তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে । একটু এগিয়ে লোকটি হেচ্কা টানে বউটিকে তার কাছে টেনে আনলো তারপর লোকটি তার বউটির গলা টিপে ধরলো । মহিলাটি দু'হাতে তার গলা থেকে লোকটির হাত দু'টি সরানোর চেষ্টা করছে । পারছেনা । লোকটি তার বউটির দেহটিকে এক টানে ঘুরিয়ে এনে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরলো । এখন পুরুষ ছায়াটি দিয়ে মহিলাটি ঢেকে আছে বলে ঈমা তা'কে আর দেখতে পাচ্ছেনা । তবে পুরুষটির দেহ প্রচন্ড ঝাকুনিসহ মহিলাটির গলাটি আরো জোরে চেপে দিচ্ছে তা বুঝা যাচ্ছে বেশ ।

জানালার ভারী পর্দাটা একটানে একপাশে সরিয়ে দিলো ঈমা । ভাল করে দেখতে চাচ্ছে সে কি হচ্ছে ঐ দু'টি ছায়া চরিত্রের মাঝে । লোকটি এক পাশে সরে যেতেই ছায়া নারীর দেহটি মেঝেতে লুটিয়ে যেতে দেখলো ঈমা ।

মহিলাটি কি মরে গেলো? না কি এখনো বেঁচে আছে? টেবিলের সামনের চেয়ারটায় পা দিয়ে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে পা দু'টো উঁচু করে দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করলো ঈমা । নাহ ! দেখা যাচ্ছেনা । এবার টেবিলের উপর চেয়ার দিয়ে তার উপর দাঁড়ালো ।

মহিলাটির নিঃসাড় দেহ মাটিতে পড়ে আছে । ঈমার সমস্ত দেহের রক্ত হীম হয়ে গেল । সে কল্পণাও করেনি কখনো এমন দৃশ্য সে চোখে দেখতে পাবে । তার বিশ্বাস হচ্ছেনা এ দৃশ্য কি সে বাস্তবে দেখছে ? না কি দুঃস্বপ্নে !

ঈমা এখন কি করবে ? কি করা উচিৎ তার ? ভাইয়া-ভাবীকে ডেকে বলবে ও বাড়ীতে ঢুকে খোঁজ নিতে; জেনে আসতে মহিলাটি বেঁচে আছে কি না? না কি পুলিশকে খবরটা দিবে? পুলিশকে জানালে তো আবার বাড়ীতে পুলিশ আসবে; ঈমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে । পুলিশ যখন ওই পুরুষ আর মহিলার বর্ণনা দিতে বলবে; তখনতো ঈমা কিছুই বলতে পারবেনা । কারন ঈমা তো ও বাড়ীর মানুষ গুলোকে স্বচক্ষে দেখেনি কোনদিন । শুধু দেখেছে তাদের ছায়াবয়ব । ছায়া-ছায়া মানুষগুলোকে দেখেই ঈমার মমত্ব জেগেছে ঐ ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটির জন্য । চরম ঘৃণায়, রাগে ক্ষুব্ধ হয়েছে ও বাড়ীর ছায়া পুরুষটির উপর । কষ্ট পেয়েছে ওই ছায়া নারীটির অসহায়ত্বে ।

আজ রাতে ঈমা তো কোনো মানুষের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেনি, সে শুধু একটি ছায়া চরিত্রের মৃত্যু দেখেছে । ঈমা এক ছায়া-মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী !

সপ্তারিণী - লিখছেন দাম্মাম, সৌদি আরব থেকে